2

আজকের কাগজ

তারিখ ... 09 JAN 1995 ..
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩ ...

শিক্ষা মন্ত্রণালয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমীপে

১৯৯৩ সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক সার্টফিকেট পরীক্ষায় কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন খলিলপুর উচ্চ বিদ্যালয় হতে অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে যথারীতি, যথানিয়মে আমার ছেলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়, তার রোল দেবিদ-১ নং-১২৫০২৫। অতঃপর সময়মত স্কুলে মার্কশীট ও প্রশংসাপত্র আনতে গেলে প্রধান শিক্ষক সাহেব জানান কয়েকটা মার্কশীট বোর্ড অফিসে আটক আছে। কিছুদিন পর এসে মার্কশীট নিয়ে যেও। এভাবে ওনার কয়েকদিন আর শেষ হচ্ছে না দেখে আমি নিজেই বোর্ড অফিসে যোগাযোগ করে জানতে পারলাম উক্ত বিদ্যালয়ের ৩৮ জন পরীক্ষার্থীর মার্কশীট কোন এক কারণে আটক করা হয়েছে এবং অত্র বোর্ডের অডিট অফিসার জনাব হারুন সাহেবকে এর তদন্তের ভার দেয়া হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই মার্কশীটগুলো পাওয়া যাবে। কিন্তু ১৯৯৩ সালের শেষে যখন ১৯৯৪ সালের পরীক্ষার্থীদের ফরম ফিলাপ হয় তখনও হারুন সাহেব জানালেন আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন ফলাফল পেয়ে যাবেন, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ১৯৯৪ ইং সালের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কম্পিউটার কর্তৃক ৯ হাজার পরীক্ষার্থীর ভুয়া রেজিস্ট্রেশন ধরা পড়ে। এ ব্যাপারে কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় মৌখিক নিদেশক্রমে বিঃ প্রাঃ রেজিস্টেশনের ফি নিয়ে উক্ত ৯ হাজার পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন বৈধ করা। পক্ষান্তরে ১৯৯৩ সালের উল্লেখিত ৩৮ জনের ফলাফল যেহেতু একই কারণে আটক ছিল সেক্ষেত্রে তাদের বেলায় এই ছাড় দেয়ার প্রয়োজনীয়তা চেয়ারম্যান মহোদয় মনে করেননি।

এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি কয়েকটি বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করছিঃ

চট্টগ্রাম জেলা

১। লক্ষীছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের	৪২৭ জন
২। চৌফলদণ্ডি উচ্চ বিদ্যালয়ের	৬৮ জন
৩। খান দিঘী উচ্চ বিদ্যালয়ের	১৪১ জন।

জেলা কুমিল্লা

১। আমন গণ্ডা উচ্চ বিদ্যালয়ের	১২০ জন।
২। দায়েম ছাতি উচ্চ বিদ্যালয়ের	১৪৩ জন।
৩। নারিন্দা উচ্চ বিদ্যালয়ের	৩৯ জন।

নোয়াখালী জেলা

১। জনকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয়ের	৭ জন।
২। বড়ালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের	৯১ জন।
৩। গোপাল দাড়িকা উচ্চ বিদ্যালয়ের	৫১ জন।

উপরের তালিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে স্বাভাবিকভাবেই মনে কষ্ট জাগে এ সকল বিদ্যালয়ের আসল পরীক্ষার্থী কত হতে পারে। সে ভিত্তিতে আমরা কি বলতে পারি না যে, আসলে শিক্ষা বোর্ডের কিছু কর্মচারি ও কিছুসংখ্যক প্রধান শিক্ষক ছাত্র/ছাত্রীদের প্রদেয় রেজিস্ট্রেশন ফি আত্মসাতের মাধ্যমে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন নাম্বার প্রদান করে ছাত্র/ছাত্রীদের পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করায়। যদি কম্পিউটার কর্তৃক এ ধরনের জালিয়াতির খবর পরিবেশিত না হতো তাহলে আমাদের সাধারণ লোকদের তা জানার সুযোগ হতো না। এখানে কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট জিজ্ঞাসা যে ফাইলটি ১৯৯৩ সাল থেকে ২৬/৪/৯৪ এ নির্দেশ প্রদানের দিন পর্যন্ত ধরে রাখলেন কিন্তু ১৯৯৪ সালের পরীক্ষার্থীদেরকে এক কলমের খোঁচায় বৈধ করে নিলেন পক্ষান্তরে ১৯৯৩ সালের খলিলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সেই ৩৮ জন পরীক্ষার্থীদের কথা কি উনি ভুলে গিয়েছিলেন। যদি তা না হয় তাহলে এমন বিমাতাসুলভ আচরণের কি হেতু থাকতে পারে?

অতএব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত আরজ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করে উল্লেখিত ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যত জীবন গড়ার সুযোগ সৃষ্টিতে এগিয়ে আসবেন।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
গ্রাম-মিথিলাপুর
বুড়িচং, কুমিল্লা।